STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
www.satsawb.org

সাট্‌সা বুলেটিন

৮ম বর্ষ ● ৩০ তম সংখ্যা ● এপ্রিল, ২০১৮

সম্পাদকীয়...

পর পর পাঁচবার কৃষি কর্মণ পুরস্কার প্রাপ্তি রাজ্যের কৃষি অগ্রগতির এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। নয়াদিল্লীতে সদ্য অনুষ্ঠিত কৃষি কর্মণ প্রদানের এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রিয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতি সাট্‌সাকে করেছে গৌরবান্বিত।

বাস্তবিকই কৃষির উন্নতি এখন রাজ্যের প্রতি প্রান্তে; ফলস্বরূপ কৃষকের আয় বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় আড়াই গুণ আর এর প্রতিফলন সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য রাজ্যে যখন কৃষক আত্মহত্যা ক্রমবর্ধমান তখন পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক বছরে কোন কৃষকই আত্মহত্যা করেন নি।

কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও রাজ্যের দ্রুত কৃষি-বিকাশ সম্ভব হয়েছে সাট্‌সার সদস্যদের দায়বদ্ধতার জন্যই। রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌রা সম্প্রসারণে অসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া সহ-বাংলাদেশ সংলগ্ন জেলাগুলোয় গমের মারণ রোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে গমের এলাকা কমিয়ে বা গম চাষ বন্ধ করে বিকল্প ফসলের চাষ করাতে সমর্থ হয়েছেন। এই কাজে সাফল্য আনতে গিয়ে সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহসের সাথে কাজ করেছেন। সাট্‌সার নেতৃত্বও এই সংকটে সদস্যদের পাশে থেকেছেন। একইভাবে কৃষকদের হাতে রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন। এছাড়া কৃষকদের কেসিসি করানো, ফসলবীমা যোজনার রূপায়ণ ও কৃষি মেলা সংগঠিত করার মাধ্যমে সর্বদাই বাংলার কৃষকের পাশে রয়েছে সাট্‌সা। এর পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনার্থে প্রত্যেক জেলায় রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে নিজেদের অবস্থান ও পরিচিতি সুদৃঢ় করেছে।

এসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাট্‌সা আয়োজন করেছে, 'কৃষিতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব ও খাদ্য সুরক্ষার নিরিখে সমাধানের পথ'—এর মত সময়োপযোগী সেমিনারের। এই সেমিনার থেকে জাতীয় স্তরের বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত দিকনির্দেশ কৃষক সমাজের পাথেয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দুঃখের কথা, বিরোধী সংগঠনের সদস্যরা রাজ্যের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সামিল না হয়ে কেবল নানা রকম ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। কখনো মামলা করে, বা অন্যায় ভাবে বদলীর আদেশনামা প্রকাশ করে।

অপরদিকে কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব বিরোধী সংগঠনের সদস্যদের মদত দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিরোধী সংগঠনের কতিপয় নেতাকে পার্শ্বচর করে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কৃষি অধিকারে কেন্দ্র ও রাজ্যের সাহায্য প্রাপ্ত চালু প্রকল্পগুলো রূপায়ণে সঠিক নেতৃত্ব না দিয়ে নিজের দায়িত্ব ও পদটির অমর্যাদা করছেন। সাট্‌সা মনে করে এভাবে চললে অচিরেই সরকারের কাছে পদটির গুরুত্ব হারাবে এবং পরবর্তীতে এই পদে কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্‌দের প্রয়োজনীয়তার দাবী করার যুক্তি দুর্বল হতে থাকবে।

সাট্‌সা মনে করে সামগ্রিক ঐক্যই হল সঠিক পথ। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের সদস্যদের সক্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে নিরন্তর কর্মযজ্ঞ যেমন চালিয়ে যেতে হবে, তেমনই সম-মতাদর্শ সম্পন্ন সংগঠনের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে তার ব্যপ্তি আরও বিস্তৃত করতে হবে।

এই সময়ে সংগঠনে নতুন সদস্যদের মধ্যে সাংগঠনিক চেতনা বিকাশে সচেষ্ট হতে হবে। নতুনদের মধ্যে সাট্‌সার গৌরবময়, সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।

সাট্‌সার সুদীর্ঘ ইতিহাসে দেখা গেছে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সংগঠন থেকে বেরিয়ে বা সংগঠনে থেকে বার বার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সুবিধাভোগীরা চায় না সাট্‌সা ঐক্যবদ্ধ থাকুক। সংগঠনে এই শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এখনই এদের চিহ্নিত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে—সংগঠন ভাঙার অপপ্রচেষ্টা নির্মূল করতে হবে অঙ্কুরেই।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭-১৮ বর্ষের তৃতীয় সভার প্রতিবেদন

গত ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে 'সাট্‌সা ভবনে' অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭-১৮ বর্ষের তৃতীয় কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভা।

সভাপতি সাট্‌সা, শ্রী মুরারী যাদব সভার কাজ শুরু করেন সকল সদস্যবৃন্দকে শারদীয়া, দীপাবলী ও আগত বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে। সভার কাজ শুরুর আগে দার্জিলিং জেলার পূর্বতন উপকৃষি অধিকর্তা প্রয়াত সামসের ছেত্রীর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়।

সভাপতি সর্বপ্রথম সভাকে আশ্বস্ত করেন যে গত সভায় আলোচিত অস্থির পরিবেশ বর্তমানে অনেকাংশেই স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেন বর্তমান কৃষি অধিকর্তা সহ অন্যান্য যাঁরা সাট্‌সাকে দুর্বল করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সাট্‌সা তার ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছে।

তিনি সাট্‌সার সকল পদাধিকারী ও বরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের কাছে আবেদন রাখেন যে সাধারণ সদস্যরা বর্তমানে সরকারী বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে অত্যন্ত চাপে থাকায় তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে এবং জেলা সম্পাদকদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা ব্লকে কর্মরত সাধারণ সদস্যদের প্রতি তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

তিনি সভাকে অবহিত করেন যে গত ১০ই নভেম্বর নবান্ন সভাঘরে কৃষি দপ্তরের পরিচালনায় গ্রামীণ বিকাশের সঙ্গে যুক্ত ৯ (নয়)টি দপ্তরকে নিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাতেই স্পষ্ট হয়েছে যে বর্তমানে কৃষি অধিকরণের কার্যের পরিধি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

SATSA MUKHAPATRA - Technical Issue-এর সম্পাদক মণ্ডলীর পূণর্গঠন জরুরী হওয়ায় তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী, নিম্নলিখিত সদস্যদের নাম সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন—

১) কৌশিক ঘোষ, পুরুলিয়া	—	সম্পাদক-আহ্বায়ক
২) গোষ্ঠ ন্যায়বান, কলকাতা	—	সদস্য
৩) ইন্দ্রনীল দাস, পশ্চিম মেদিনীপুর	—	সদস্য
৪) সামিমুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ	—	সদস্য
৫) সফিক উল আলম, হুগলী	—	সদস্য
৬) সঞ্জয় ভৌমিক, উঃ ২৪ পরগণা	—	সদস্য
৭) দীপ মন্ডল, দঃ ২৪ পরগণা	—	সদস্য
৮) সুমন সেন, কলকাতা	—	সদস্য

ধৈর্য্য ও ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই সাট্‌সা সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করবে এই আশা করে সভাপতি, তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী মৃদুল সাহা, সহ সভাপতি সাট্‌সা বর্তমান পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে এবং এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আমাদের সংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।

শ্রী তপন কুমার দাস, সহ সভাপতি, বলেন সহ কৃষি অধিকর্তাদের বদলী সংক্রান্ত নীতিতে সাট্‌সার মতই দপ্তর গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে সাট্‌সার তরফে করা DA&EOS, WB এর নিয়োগনীতি সংক্রান্ত কেস্‌টি ক্রমাগত দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে - যা সাট্‌সার শত্রুদের পিছু হঠাকেই প্রতিষ্ঠিত করছে।

সাধারণ সম্পাদক, শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক সকল উপস্থিত সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ২য় কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সময়কালের দমবন্ধ পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত। অধিকাংশ বিশ্বাসঘাতকরা চিহ্নিত হয়েছে। তিনি সকলকে সাবধান করে বলেন যে এখনও কিছু অসুস্থ মানসিকতার সদস্য সংগঠনের ভিতরে অনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সকলে একত্রিতভাবে কাজ না করলে বর্তমানের সুখকর পরিস্থিতি যে কোনো সময়ে পরিবর্তন হতে পারে। তিনি সদস্যদের সংগঠনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার আবেদন করেন, নেতৃত্বের প্রতি নয়। তিনি, কিছু নতুন সদস্যকে সদস্যপদ প্রদানের সিদ্ধান্ত আদতে যে সংগঠনকে হীনবল করেছে—তা স্বীকার করেন। যে কারণে তিনি পরামর্শ দেন, নতুনদের সদস্যপদ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক যাচাই প্রয়োজন। গবেষণা শাখার সদস্যদের দাবী-দাওয়ার প্রতি সংগঠন যথেষ্ট উদ্যোগী নয় বলে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, শ্রী ভৌমিক তার প্রতিবাদ করে জানান যে, সাট্‌সা মনে করে সদস্যদের সম্পূর্ণ সম্মান ও চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা বজায় রেখে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শাখার হস্তান্তর জরুরী এবং এ ব্যাপারে সংগঠন আশাবাদী।

সাধারণ সম্পাদক সভাকে জানান যে ৮৩ জন নতুন সহ কৃষি অধিকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল P.S.C. তে চলে গেছে। তিনি আরও জানান যে শেষ ক্যাবিনেট মিটিং-এ ৬ (ছয়টি) নতুন কৃষি ব্লক এবং একটি DDA (WBP) এর পদ সহ উত্তরদিনাজপুর জেলার জন্য ৬ (ছয়টি) নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ বর্তমানে রাজ্যে ৩৪৫টি কৃষি ব্লকের অস্তিত্ব থাকবে যা প্রশাসনিক ব্লকের (৩৪৩টি) থেকে বেশী। যদিও প্রশাসনিক ব্লকের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য তিনি দুটি কৃষি ব্লকের সংযুক্তিকরণের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রশাসনিক মহকুমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কৃষি মহকুমা গঠন হবে আমাদের পরবর্ত্তী কর্মসূচী।

সাধারণ সম্পাদক মত প্রকাশ করে বলেন যে SLD সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু নতুন চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন, যাতে যে কোনো সদস্য তার কার্যকালে অন্তত ১-২টি উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে বদলী হন। সেক্ষেত্রে বিষয়টি আমাদের কৃত্যকের জন্য একটি বিশেষ মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে। তিনি সকলকে সতর্ক করে বলেন যে আমাদের সংগঠনের সকল সদস্যকে তাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া বিশেষ জরুরী। শ্রী ভৌমিক সমালোচনার সুরে বলেন, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সদস্যরা তাদের কাজ সঠিকভাবে নিরূপণ করছেন না। তিনি কাজের মান বাড়ানোর জন্য জেলা আধিকারিক ও সংগঠনের জেলা সম্পাদকদের নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের উপর জোর দেন।

দক্ষিণবঙ্গে SDRF-এর চেক বিলির কাজ ১০ই ডিসেম্বরের মধ্য শেষ করার জন্য তিনি জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করেন। উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ তহবিল ও খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি, গবেষণা শাখার আধিকারিকদের নতুন গঠিত সংগঠনের কিছু আধিকারিকের সমালোচনা করে বলেন যে তারা ধান কাটার মরশুমে প্রদর্শনী ক্ষেত্র পরিদর্শনের নামে বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছেন ও নতুন সংগঠনের ব্যাপারে প্রচার চালাচ্ছেন—যা সরকারী অর্থের অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়।

তিনি, সভাকে জানান, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা)-এর পদে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। গবেষণা সাব কমিটির আহ্বায়ক গবেষণা শাখার বিষয়গুলি দেখা শোনা করবেন এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন প্রার্থনা করেন।

তিনি, জেলা সম্পাদকদের 'সাম্মানিক সদস্য পদের জন্য আবেদন পত্রগুলি কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় চাঁদা, কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের পরেই নেওয়া উচিৎ বলে মত প্রকাশ করেন।

আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দের অবসর গ্রহণের কথা স্মরণে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বকে তৈরী রাখতে হবে বলে তিনি জানান।

অতঃপর শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) সভায় উপস্থিত সকলকে উজ্জীবিত করে বলেন, আগামীদিনে বর্তমান নেতৃত্বের অবসরের কারণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হতে চলেছে, তা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই ভরাট করতে হবে। তিনি মত প্রকাশ করে বলেন যে, জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একটি একদিনের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে যা সদস্যদের নিজেদের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ় করবে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে সংগঠন সংক্রান্ত কোনো মন্তব্য করার ব্যাপারে সর্তক থাকার অনুরোধ করেন।

শ্রী ন্যায়বান জেলা সম্পাদকদের, 'সাট্‌সা টেকনিকাল ইস্যুর' উদ্বোধনী আনুষ্ঠান, সেমিনারের বিষয় ও বক্তার নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য থাকলে তা সভাতে জানাতে বলেন।

শ্রী সুজন কুমার সেন, দপ্তর সম্পাদক বলেন যে দপ্তরের কোনো প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে আমাদের সংগঠনের সদস্যদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উপরেই। জেলা সম্পাদকদের তিনি অনুরোধ করেন যে সদস্যদের কর্মদক্ষতা যেন নিয়মিত মূল্যায়ণ করা হয়। তিনি সভাকে জানান

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

চালায় চালায় কুমুড়ম পাতা / লক্ষ্মী বলেন আছি তথা।। —খনা

সন্দেশ এক নজরে—

১) প্রশাসনিক শাখার ৩ জন আধিকারিকের ৮ বছরের MCAS সংক্রান্ত আদেশনামা গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

২) ২০১৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ২০শে ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে।

৩) P.S.C, ৮৩টি WBAS (Admn.)-এর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপণ প্রকাশিত হয়েছে (PSC বিজ্ঞাপণ নং ৩/২০১৮)।

৪) প্রশাসনিক শাখার ১ জন আধিকারিকের ২৫ বছরের MCAS সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে গত ৫ই ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে।

৫) গবেষণা শাখায় অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) পদে একজন আধিকারিকের পদোন্নতি সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে গত ২৭শে মার্চ ২০১৮ তারিখে।

৬) জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন জেলা ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা।

৩য় সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

যে গবেষণা শাখার সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া অধিকাংশ পদত্যাগ পত্রগুলি সঠিক নিয়মানুযায়ী পাওয়া যায়নি। পদত্যাগ পত্রগুলি গুচ্ছাকারে ২/৩ জন সদস্যের কাছ থেকে পাওয়া যাওয়ায়, তিনি প্রতিটি জেলা সম্পাদককে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে অনুরোধ করেন। যদি কোনো সদস্যের অজ্ঞাতসারে ঘটনাটি ঘটে থাকে, তবে সেই সদস্যের কাছ থেকে 'তিনি বর্তমানে সাট্সার সদস্য আছেন'—এই মর্মে একটি হলফনামা নেবার পরামর্শ দেন। এই বিষয়টি জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা সংগঠিত হবার আগেই নিষ্পত্তির অনুরোধ করেন যাতে জেলা তাদের সঠিক মতামত সহকারে কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিষয়গুলি পাঠাতে পারেন ও কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী সভাতে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

শ্রী সেন, প্রশাসনিক শাখার নিম্নলিখিত কয়েক জন সদস্য ও সাম্মানিক সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করার প্রস্তাব দেন। কারণ তারা সাট্সার সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ অমান্য করে নতুন সংগঠন তৈরীর দিন অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন—

১. হরষিত মজুমদার, ২. দীনেশ পাল, ৩. দিব্যেন্দু দাস, ৪. প্রবীর হাজরা, ৫. হিমাংশু মন্ডল।

শ্রী সেন, হুগলী জেলা শাখার সুপারিশ মোতাবেক ঐ জেলার সদস্য রাজীব দাসের সদস্যপদ খারিজের প্রস্তাবও সভায় পেশ করেন।

শ্রী শক্তি ভদ্র (এস্টাবলিশমেন্ট) জানান মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের ৪ (চারটি) উপকৃষি অধিকর্তা পদ সৃষ্টির প্রস্তাব তৈরী হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কৃষি মহকুমার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আদেশনামা খুব শীঘ্রই দপ্তর থেকে প্রকাশিত হবে। তিনি আরও জানান, ৩ জন আধিকারিকের ৮ বছরের MCAS ও একজন আধিকারিকে ১৫ বছরের MCAS প্রদান সংক্রান্ত কাজ চলছে।

শ্রী সুমন সেন, যুগ্ম সম্পাদক (প্রেস ও পাবলিসিটি) সভায় জানান সাট্সা বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছে ও সাট্সা মুখপত্রও যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। সকল জেলা সম্পাদকদের সাট্সার 'Annual Technical Issue'-র জন্য বিজ্ঞাপণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ওপর জোর দিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান, গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশনার কাজ চলছে এবং জেলা সম্পাদকদের তিনি অনুরোধ করেন যেন তারা অতি সত্বর প্রয়োজনীয় সংশোধনী গুলি জানিয়ে দেন।

শ্রী গৌতম মন্ডল, কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্য সভাকে জানান যে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীর কোনো সদস্য চাঁদা এখনও জমা পড়েনি। এছাড়া তিনি ১০ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করার প্রস্তাবও সভায় পেশ করেন।

শ্রী কমল ভৌমিক, সহ-সভাপতি, বলেন সাট্সা পূর্বে এই অশান্ত পরিবেশ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। তিনি সদস্যদের কাছ থেকে সাহসিকতা আশা করেন বলে জানান।

শ্রী অরুণাভ মাইতি, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, বলেন যে কৃষি দপ্তর থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শাখার স্থানান্তরন না হ'লে গবেষণা শাখার ভবিষ্যৎ উদ্যানপালন বিভাগের মতই হবে। তিনি সাট্সার নেতৃত্বের উপযুক্ত পদক্ষেপে ব্লক স্তরের সহ-কৃষি অধিকর্তার পদগুলিতে নিয়োগ সম্পূর্ণ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শ্রী সুরজিৎ রায়, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, সাট্সার নিবন্ধনের (Registration)-এর পুনঃনবীকরণের দিন ১লা জানুয়ারী ২০১৮ হওয়ায়, অডিটের কাজ ৩১শে ডিসেম্বরে ২০১৭-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার অনুরোধ করেন।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে ৩টি 'জুনিয়র সয়েল কনসারভেশন' আধিকারিকের পদ (JSCO), KPS থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে হওয়ার যে প্রক্রিয়া বর্তমান কৃষি অধিকর্তার তরফে নেওয়া হচ্ছে তা সংগঠনের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। তিনি আরও জানান যে এই JSCO পদের উন্নতিকরণের জন্য সাট্সা ইতিমধ্যেই স্মারকলিপি জমা দিয়েছে।

সভার এই পর্যায়ে, সভাপতি, উপস্থিত সকল জেলা সম্পাদকদের, তাদের বক্তব্য পেশ করার আহ্বান জানান।

শ্রী সুকান্ত কর্মকার, জেলা সম্পাদক, কলকাতা জেলা ইউনিট সম্পর্কে জানান যে শ্রী শংকর মুখার্জী ও শ্রীমতী দেবশ্রী সেনগুপ্তের পদত্যাগপত্র জেলার কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে এবং তা তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন।

শ্রী শংকর দাস, জেলা সম্পাদক, উত্তর দিনাজপুর জেলার কৃষি ভবনের ফাইলের দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিত করার অনুরোধ করেন।

শ্রী অনির্বাণ লাহিড়ী, জেলা সম্পাদক, দঃ দিনাজপুর, কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে স্বল্প সময়ের ব্যবহারকারী সদস্যদের জন্য সাট্সা ভবনের অনলাইন বুকিং পদ্ধতির কিছু পরিবর্তনের আবেদন জানান।

বাঁকুড়া জেলা শাখার, জেলা সম্পাদক, জেলা কৃষি করণ থেকে উপযুক্ত বিকল্প ছাড়াই 'ক্যাশিয়ার' এর বদলী সংক্রান্ত কৃষি অধিকর্তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দার্জিলিং এর জেলা সম্পাদক, একজন নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে WBHAS সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখভাল করার দায়িত্ব দেবার অনুরোধ করেন। তিনি সভাকে আরও জানান যে GTA-তে HRMS চালু না হওয়ায়, ঐ জেলায় সদস্যরা এখনও 'Employee id' নং পাননি।

জেলা সম্পাদক পশ্চিম মেদিনীপুর, নতুন সৃষ্ট জেলা গুলির 'D.D.O' কোড পাবার বিষয়টি ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানান।

অন্যান্য জেলা সম্পাদকগণও এই সভায় পেশ হওয়া প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা করেন।

শ্রী রামপ্রসাদ ঘোষ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি 'NOC'-এর আবেদনের সঙ্গে দরকারী নথিপত্র জমা করার অনুরোধ করেন জেলা সম্পাদকের কাছে।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভা সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির অনুমোদন করে।

সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

দীঘার হলিডে হোম ও কলকাতার সাট্সা ভবনের বুকিং পদ্ধতি

সাট্সা, পশ্চিমবঙ্গ, সাট্সার সদস্যবন্ধুদের অনলাইনে দুই ধরনের বুকিং-এর সুবিধা দিচ্ছে। সদস্যবন্ধুরা তার নিজের/বিশেষ পরিচিতদের/আত্মীয় স্বজনদের জন্য এই বুকিংগুলি করতে পারেন।

—বিশদে জানতে 'Tariff' ট্যাবে ক্লিক করুন।

দীঘার হলিডে হোমের জন্য অনলাইনে প্রাপ্ত টাকা জমার রসিদ ও সচিত্র পরিচয়পত্র হলিডে হোমের রিসেপশনে জমা দিন।

কলকাতার সাট্সা ভবনের জন্য অনলাইনে প্রাপ্ত টাকা জমার রসিদ উক্ত ভবনের কেয়ার টেকারকে দেখান।

কারা বুকিং গুলি করতে পারবেন?

সংগঠনের বর্তমান সদস্যরা এই বুকিং করতে পারবেন।

বুকিং এর পদ্ধতি—

সদস্যবন্ধুরা প্রথমে 'Register' ট্যাব এ ক্লিক করুন। আপনার নিজের সদস্য ID নং দিয়ে 'Log in' করুন। প্রথমবারের জন্য পাসওয়ার্ড হিসাবে ঐ একই ID নং ব্যবহার করুন। এবার আপনি নিজের পছন্দ অনুসারে পাসওয়ার্ড তৈরী করুন। প্রোফাইল পেজে দেওয়া সদস্যবন্ধুর ই-মেল ঠিকানায় বুকিং ও পেমেন্ট সংক্রান্ত সকল তথ্য পৌঁছে যাবে। একবার নতুন পাসওয়ার্ড নির্দিষ্ট হয়ে গেলে 'Log Out' করুন। এর পরবর্ত্তীতে 'Booking' ট্যাবটি ব্যবহার করুন। ঘরের ভাড়া মেটানোর জন্য ডেবিট কার্ড/ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করা যাবে। টাকা মেটানো হয়ে গেলে 'টাকার রসিদ' তৈরী হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন। রসিদটির প্রিন্ট নিন অথবা 'Save' করে নিন। এটি 'হলিডে হোমে' ও 'সাট্সা ভবনে' থাকার জন্য জরুরী।

জেলার খবর :

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতা

সাট্সা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ও কলকাতা শাখার যৌথ উদ্যোগে নামখানা ব্লকের বান্দাভাঙ্গা গ্রামে শ্রী শঙ্কর সামন্তের জমিতে গড়ে উঠলো এক অভিনব প্রদর্শনী ক্ষেত্র 'শেড নেটে পান চাষ'। বিগত ১০ই মার্চ, ২০১৮ শনিবার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ জন প্রগতিশীল পান চাষীকে নিয়ে 'শেডনেটে পান চাষ' - বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি 'আধুনিক কৃষির' সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক পদযাত্রাও আয়োজিত হয়। এই দুই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'সাট্সা' দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতা শাখার সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ডঃ মলয় রায় ও সুকান্ত কর্মকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী সন্দীপ্ত দাস, শ্রী দীপু শিকারী ও শ্রী বিবেকানন্দ বাগ সহ সাট্সার অন্যান্য পদাধিকারীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলে।

সাট্সা পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে সেমিনার

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে সাট্সা পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে 'অবন মহল' প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল 'Climate Smart Agriculture (CAS) for Sustainable Food Security' শীর্ষক একটি সেমিনারের। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রবীর কুমার ঘোষ, ন্যাশনাল কো অর্ডিনেটর, NAIP, ICAR এবং ডঃ কৌশিক মজুমদার, সহ-সভাপতি, এশিয়া-আফ্রিকা-মধ্যপ্রাচ্য, International Plant Nutrient Institute (IPNI)।

অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ আশীষ ব্যানার্জী মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয় এবং সাট্সার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর চিত্তরঞ্জন কোলে, Raja Ramanna Fellow, Dept. of Atomic Energy, G.O.I.।

উক্ত সেমিনারে জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ বিষয়ক যে সমস্ত সুপারিশগুলি গৃহীত হয় তা আগামী প্রজন্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দিক্ নির্দেশ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

অনুষ্ঠানের প্রথমভাগে সংগঠনের তরফে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য চার লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর হাতে।

Agriculture not only gives riches to a nation, but the only riches she can call her own --Samuel Jhonson

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী সন্দীপ্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত।